# যা হয়, ভালোর জন্যই হয়

**এক মহিলা দাউদ (আঃ)-এর কাছে এসে বলল:**

*— হে আল্লাহর নবী! আপনার রব কি যালিম (অত্যাচারী), না ন্যায়পরায়ণ?*

**দাউদ (عليه السلام) বললেন**

وَيْحَكِ يَا امْرَأَةُ! هُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ

*অর্থঃ "হে নারী! তোমার জন্য আফসোস। তিনি তো সেই ন্যায়পরায়ণ সত্তা, যিনি কখনো অবিচার করেন না।"*

**তারপর দাউদ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন:** *— তোমার ঘটনা কী?*

**মহিলা বলল:**

*আমি একজন বিধবা। আমার তিনটি মেয়ে আছে। আমি নিজের হাতে সুতা কেটে তাদের ভরণ-পোষণ করি। গতকাল আমি আমার কাটা সুতা একটি লাল কাপড়ে বেঁধে বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিলাম, যাতে সেই অর্থ দিয়ে আমার সন্তানদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি।*

*কিন্তু হঠাৎ একটি পাখি নেমে এসে লাল কাপড়সহ সুতা নিয়ে উড়ে গেল। ফলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লাম। আমার সন্তানদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রইল না।*

**মহিলা যখন দাউদ আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলছিল, ঠিক তখন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।**

**তিনি অনুমতি দিলে দশজন ব্যবসায়ী ভেতরে প্রবেশ করল। প্রত্যেকের হাতে ছিল একশত দিনার।**

**তারা বলল:** *— হে আল্লাহর নবী! এই অর্থ কোনো হকদারের হাতে পৌঁছে দিন।*

**দাউদ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন:**

*— তোমরা এই অর্থ কেন এনেছ?*

**তারা বলল:**

*হে আল্লাহর নবী! আমরা একটি জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। আমরা প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলাম। এমন সময় একটি পাখি আমাদের ওপর একটি লাল কাপড় ফেলে দিল, যার ভেতরে সুতা ছিল। আমরা সেই সুতা দিয়ে জাহাজের ছিদ্র বন্ধ করে দিলাম। ফলে জাহাজটি রক্ষা পেল এবং ঝড়ের ক্ষতি থেকে আমরা বেঁচে গেলাম।*

*তখন আমরা আল্লাহর নামে মানত করলাম যে, আমাদের প্রত্যেকে একশত দিনার করে সদকা করব।*

**এই অর্থ সেই মানতের অর্থ। আপনি যাকে ইচ্ছা দান করুন।**

**এ কথা শুনে দাউদ আলাইহিস সালাম মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন:**

**رَبٌّ يَتَّجِرُ لَكِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَتَجْعَلِينَهُ ظَالِمًا؟!**

*অর্থঃ "যে রব তোমার জন্য স্থলে ও সমুদ্রে ব্যবস্থা করেন, তোমার জন্য রিযিকের পথ তৈরি করেন, তুমি কি তাঁকেই যালিম মনে করো?!"*

**এরপর তিনি সেই এক হাজার দিনার মহিলাকে দিয়ে বললেন:**

*— এগুলো তোমার সন্তানদের জন্য ব্যয় করো।*

**إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْتَلِيكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَبِهِ خَيْرٌ لَكَ**

*"আল্লাহ তোমাকে যে পরীক্ষাতেই ফেলুন না কেন, তার মধ্যে তোমার জন্য অবশ্যই কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে।"*

**যদিও অনেক সময় তোমার কাছে তার বিপরীত মনে হতে পারে। তাই হৃদয়কে প্রশান্ত রাখো।**

---

- **ইউসুফ আলাইহিস সালামের উদাহরণ:**

**لَوْلَا الْبَلَاءُ لَكَانَ يُوسُفُ مُدَلَّلًا فِي حِضْنِ أَبِيهِ، وَلَكِنَّهُ مَعَ الْبَلَاءِ صَارَ عَزِيزَ مِصْ**

*“যদি পরীক্ষা না আসত, তবে ইউসুফ আলাইহিস সালাম (ইউসুফ আ.) তাঁর পিতার স্নেহের কোলে লালিত-পালিত সন্তান হয়েই থাকতেন। কিন্তু পরীক্ষার পর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি মিসরের সম্মানিত শাসকে পরিণত হন।”*

**আমরা তাহলে কেন হতাশ হব?**

- **দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন—**

كُونُوا عَلَى يَقِينٍ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا يَنْتَظِرُكُمْ بَعْدَ الصَّبْرِ، لِيُبْهِرَكُمْ وَيُنْسِيَكُمْ مَرَارَةَ الْأَلَمِ

*“ধৈর্যের পর নিশ্চয়ই এমন কিছু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, যা আপনাকে মুগ্ধ করবে এবং আপনার সকল কষ্টের তিক্ততা ভুলিয়ে দেবে।”*

- **দোয়া**

يَا رَبِّ، مَنْ فَتَحَ رِسَالَتِي وَقَرَأَهَا، افْتَحْ عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِنَ الرِّزْقِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَفَرِّجْ هُمُومَهُ

*“হে আমার রব! যে ব্যক্তি এই লেখাটি পড়েছে, তার জন্য আসমান ও জমিনের বরকতময় রিযিকের দরজা খুলে দিন এবং তার সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিন।”*

**পড়া শেষ হলে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (মুহাম্মদ ﷺ) প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করুন:**

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

*অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর আপনার রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন।”*

**https://www.facebook.com/share/19K1YqKLo5/**